জুলাই ২০১৪, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

আপরাকার নতুন চেয়ারম্যান

গ্রিন ব্যাংকার্স কনফারেন্স

কর্মজীবী ও পথশিশুদের জন্য
ব্যাংকিং সেবা

টাঁকশাল
টাকার জন্ম ও মৃত্যু

> *চাকরি জীবনের প্রায় সবটুকু সময় আমি সিলেট অফিসেই কাটিয়েছি।*
>
> **দিলীপ কুমার নন্দী**
> *প্রাক্তন উপপরিচালক*

ব্যাংক পরিক্রমার স্মৃতিময় দিনের কথা পর্বের এবারের অতিথি দিলীপ কুমার নন্দী। ১৯৭৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেছিলেন এই কর্মকর্তা। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে উপপরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর কর্মমুখর জীবনের স্মৃতি থেকে কিছু কথা বলেছেন বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সাথে।

কর্মময় জীবনের পর বর্তমান সময় কিভাবে কাটছে ?

দীর্ঘ কর্মময় জীবনের পর অবসর জীবনটা আসলে ভালোই কাটছে। আমি পরিপূর্ণভাবেই অবসর যাপন করছি। নতুন ভাবে কোনো কাজের সাথে যুক্ত হইনি। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছি। এক অর্থে অবসর জীবনের আনন্দ পুরোটাই উপভোগ করছি।

বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের সময়ের অনুভূতি বলুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে আমার প্রথম পোস্টিং হয় প্রধান কার্যালয়ে। এরপর ১৯৭৮ সালে সিলেট অফিসে বদলি হয়ে চলে আসি এবং অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সিলেট অফিসেই কর্মরত ছিলাম। কাজেই প্রধান কার্যালয়ে আমার কাজের অভিজ্ঞতা প্রায় নেই বললেই চলে। চাকরি জীবনের প্রায় সবটুকু সময় আমি সিলেট অফিসেই কাটিয়েছি। অফিসের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি সিলেট অফিসের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন- নতুন ভবন স্থাপন, লিফট্ স্থাপন ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

'সকল ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলাম'– দিলীপ কুমার নন্দী

আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

আমার স্ত্রী সোনালী ব্যাংকে কর্মরত। আমাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকালীন আপনি ব্যাংক ক্লাবের সাথে যুক্ত ছিলেন- এ বিষয়ে কিছু বলুন।

কাজের পাশাপাশি আমি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলাম। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব ছিল অন্যতম। আমি ব্যাংক ক্লাবের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সভাপতির পদেও দায়িত্ব পালন করেছি। সিলেট অফিসের সকল ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম। কাজের পাশাপাশি এ দায়িত্ব আমি বেশ উপভোগ করতাম।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন পরিবর্তন ও উদ্যোগ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক ক্ষেত্রেই। আগে যেখানে সিআইবি রিপোর্টের জন্য ব্যাংকগুলোকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে থাকতে হতো, এখন সেখানে অনলাইন সিস্টেম চালু হওয়ায় ব্যাংকগুলো সরাসরি ডাটাবেজ থেকে সিআইবি রিপোর্ট নিয়ে নিতে পারে। নতুনভাবে প্রণীত MICR চেকের ফলে ক্লিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রেও অনেক কম সময় লাগছে। তবে আমি মনে করি নতুন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের পাশাপাশি এর যথাযথ প্রয়োগ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ের কর্মকর্তাদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে এ দায়িত্ব প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। একথা স্মরণ রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মকর্তাকে একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার পক্ষ হতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং এই উদ্যোগের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ **উপদেষ্টা**
ম. মাহফুজুর রহমান

■ **সম্পাদক**
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ **বিভাগীয় সম্পাদক**
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
লিজা ফাহমিদা
মহুয়া মহসীন
নুরুন্নাহার
আজিজা বেগম
ইন্দ্রাণী হক

■ **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**
ইসাবা ফারহীন

■ **আলোকচিত্র**
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

■ **গ্রাফিক্স**
মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

কর্মজীবী ও পথশিশুরা

ব্যাংকিং সেবায় যুক্ত হলো

অনুষ্ঠানে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের মধ্যে ব্যাংকের হিসাব খোলার ডকুমেন্ট বিতরণ করছেন গভর্নর

পথশিশু এবং কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য ব্যাংকিং সেবা কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। এ কর্মসূচির আওতায় এসব শিশু-কিশোর ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি ১০টি ব্যাংক পথশিশুদের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবে। বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী, সাবেক ডেপুটি গভর্নর খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, সেভ দ্য চিলড্রেনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মাইকেল ম্যাকগ্রাথ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, দেশের ৮ থেকে ১০ লাখ ছিন্নমূল পথশিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে। পথশিশুরা সারা দিন যা আয় করে, তার অর্ধেক বা পুরোটাই অপচয় করে ফেলে। তাদের কোনো সঞ্চয় নেই। তিনি আরো বলেন, এ কর্মসূচি পথশিশুদের শুধু ব্যাংকই চেনাবে না, ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত করবে। তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে সঞ্চয়ী মনোভাব।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথাগত ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে বেরিয়ে এসে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আর এ কাজে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পথশিশুদের জন্য খোলা ব্যাংক হিসাব শিশুরা আত্মনির্ভরশীল হওয়া পর্যন্ত যেন অবশ্যই চালু থাকে সে ব্যাপারে ব্যাংকগুলোকে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সেভ দ্য চিলড্রেনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মাইকেল ম্যাকগ্রাথ সমাজের অবহেলিত শিশুদের ব্যাংকিং সেবার আওতার আনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকল এনজিকে ধন্যবাদ জানান। প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমকে শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ঢাকার বাইরে বেশি করে বিস্তৃত করতে হবে। কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন পথশিশুদের প্রতি আহ্বান জানান তারা যেন নিজেদের আলোকিত করে অন্যদেরও আলোকিত করে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান বলেন, যাদের কেউ নেই তাদের সঞ্চয়ের আওতায় আনার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এনজিও'র সহায়তায় এটি করা হবে। দেশের অধিকাংশ পথশিশুর অভিভাবক নেই। তারা তাদের আয়ের সামান্য টাকা যাতে নিরাপদে ব্যাংকে রাখতে পারে সেজন্য এ হিসাব খোলা হচ্ছে। এতে করে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে উঠবে।

প্রাথমিকভাবে ১০টি ব্যাংক ও ৮টি এনজিও এ কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা 'সেভ দ্য চিলড্রেন'-এর নেতৃত্বে ৮টি এনজিও এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। ১০টি ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে রূপালী, অগ্রণী, পূবালী, ওয়ান, ন্যাশনাল, সাউথইস্ট, ব্যাংক এশিয়া, সিটি, এনসিসি ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ব্যাংকও এ কার্যক্রমে যুক্ত হবে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়। হিসাব খোলার ক্ষেত্রে পথশিশুদের অভিভাবক হিসেবে থাকবে ৮টি এনজিও। সংশ্লিষ্ট এনজিও'র পরিচালনা পরিষদ বা ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনে হিসাব পরিচালনাকারী পরিবর্তন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, বস্তি, রাস্তাঘাট, রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট ও ফুটপাতে বসবাসরত কর্মজীবী শিশু ও কিশোরদের ব্যাংকিং খাতের আওতায় আনার মাধ্যমে সঞ্চয় প্রবণতা তৈরি ও তাদের কষ্টোপার্জিত অর্থের সুরক্ষা এবং পথভ্রষ্ট হবার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক হিসাব খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পথশিশুদের পক্ষে হিসাব পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনোনীত এনজিওগুলো পরিচালনা করবে, সেসাথে হিসাব জমা ও উত্তোলন সম্পর্কিত লেনদেনের দায়-দায়িত্বও এনজিওকেই বহন করতে হবে। শিশুদের বয়স নির্ধারণের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই হিসাবের বিপরীতে নমিনি প্রযোজ্য হবে না। হিসাবধারী প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর এ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। হিসাবধারীর বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হবার সাথে সাথে হিসাব পরিচালনাকারী এনজিও কর্মকর্তাগণ দায়িত্বমুক্ত হতে পারবেন। হিসাবের দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সঞ্চয়ী আমানতের সুদের হারে বছরে দুইবার মুনাফা দেয়া হবে।

পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য ব্যাংকিং সেবা কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক যাত্রায় আগত অতিথি, কর্মজীবী ও পথশিশু এবং আয়োজকদের মধ্যে অনেকে বক্তব্য রাখেন। তাঁদের কয়েকজনের বক্তব্য তুলে ধরা হলো ঃ

মাইকেল ম্যাকগ্রাথ
কান্ট্রি ডিরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন

সমাজের অবহেলিত শিশুদের ব্যাংকিং সেবার আওতার আনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকল এনজিওকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে আশা করছি, ব্যাংকগুলো এই কার্যক্রমকে ছোট করে দেখবে না। আমি মনে করি এটি ব্যাংকের জন্য এক বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে যেখানে এতোজন গ্রাহক তারা একসাথে পেয়ে যাচ্ছে। কারণ, একজন দু'জন করে একদিন সুবিধাবঞ্চিত সকল শিশু এই ব্যাংকিংয়ের আওতায় আসবে।

ওয়াহিদা বানু
চিফ এক্সিকিউটিভ, অপরাজেয় বাংলা

বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সমস্ত ব্যাংকের কাছে আমার অনুরোধ, ব্যাংকিং সেবাকে সারা বাংলাদেশের সকল শিশুর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বিশেষ করে চর, বস্তি, পাহাড়ি এলাকায় যেসব শিশু আছে শুধুমাত্র তাদের টাকার যদি গ্যারেন্টার থাকে তাহলে প্রত্যেক শিশু স্কুলমুখী হবে, সঞ্চয় করবে এবং স্বপ্ন দেখবে। এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৬৫ হাজার পথশিশু এই ব্যাংকিং সেবার আওতায় এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ পথশিশু রয়েছে, তাদের প্রত্যেককে এ সেবার আওতায় আনতে হবে।

খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
সাবেক ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমকে শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ঢাকার বাইরে বেশি করে বিস্তৃত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকগুলোকে টার্গেট দিতে হবে। এছাড়া আরেকটি কার্যক্রম যেমন শিশু ব্যাংকিং নামে প্রকল্প চালু করা যায় এবং দেশের মাইক্রো ফাইন্যান্স ইন্সটিটিউটগুলোকে দায়িত্ব দেয়া যায়, যা স্থানীয় শাখা ব্যাংক তত্ত্বাবধান করবে। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও এটি করা যায়। তবে যেসব কিশোরবান্ধব বা শিশুবান্ধব এনজিও আছে তারাই এই এজেন্সি নিতে পারে। তাহলে ঢাকার বাইরে এই ব্যাংকিং সেবাকে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব।

মোহাম্মদ খলিলুল্লাহ্
পথশিশুদের প্রতিনিধি

ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম আমরা কেউ গরিব থাকব না, কিন্তু একটু বড় হয়ে বুঝলাম ইচ্ছে করলেই ধনী হওয়া যায় না। কিন্তু এখন স্বপ্ন দেখি, আমিও ভবিষ্যতে কিছু করতে পারব। কারণ, এখন আমি টাকা ব্যাংকে সঞ্চয় করছি, এ টাকা বাড়তে থাকবে, সেসাথে ব্যাংক আমাকে আরও সুবিধা দেবে। আমার আজকের অল্প টাকা ভবিষ্যতে আর অল্প থাকবে না।

এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম অনুমোদন

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দু'টি ব্যাংককে ২৯ মে ২০১৪ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে সারাদেশে ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ৩০টি এবং এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ২০টি এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবে। এর আগে ২০১৩ সাল হতে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানার বিভিন্ন স্থানে ৮টি, লৌহজং থানায় ১টি এবং শ্রীনগর থানায় ২টি এজেন্ট নিয়োগ করে এ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ সকল এজেন্টের মাধ্যমে ২ হাজারের বেশি গ্রাহককে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং হলো শাখার পরিবর্তে ব্যাংকের সাথে চুক্তি সম্পাদনকারী তৃতীয় পক্ষ তথা প্রতিনিধির মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা। এক্ষেত্রে এজেন্টরা তাদের সেবা প্রদান কেন্দ্র (Service Centre/Outlet) হতে ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের সীমিত আকারে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করবে। শাখা স্থাপনের পরিবর্তে ব্যয় সাশ্রয়ী এই এজেন্ট ব্যাংকিং পদ্ধতি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আর্থিক সেবাভুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, লেনদেনের সংখ্যা ও আকৃতি কম হওয়ায় পল্লি এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা ব্যাংকের জন্য লাভজনক হয় না। এক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং পদ্ধতিতে স্বল্প পরিচালন ব্যয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান সম্ভব হবে।

শোকসভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাচ-১৯৯৩ এর কর্মকর্তাগণ ৫ জুন ২০১৪ সদ্য প্রয়াত বগুড়া অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক আশুতোষ পালের স্মরণে প্রধান কার্যালয়ে একটি শোকসভা আয়োজন করেন। মোহাম্মদ জাকির হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর স্মরণে আলোচনা করেন পরিমল চন্দ্র চক্রবর্তী, মোঃ আবুল বশর, মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। সভায় আশুতোষ পালের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

এসএমই উন্নয়নে উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী আলোচনার জন্য

বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলের জাপান সফর

High Level Policy Dialogue with Japanese Counterpart Organization on Development of SMEs বিষয়ে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ থেকে আট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ৬ হতে ১২ মে ২০১৪ জাপান সফর করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড. এম আসলাম আলমের নেতৃত্বাধীন এই প্রতিনিধিদলে সদস্য হিসেবে ছিলেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ সফিকুল আজম, প্ল্যানিং কমিশনের ডিভিশন প্রধান জুবায়ের আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব নেওয়াজ হোসেইন চৌধুরী এবং আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ এর এসএমই প্রধান জাহিদ ইবনে হাই।

সফরে প্রতিনিধিদল ব্যাংক অব জাপান, জাপানের চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, অর্গানাইজেশন ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড রিজিওনাল ইনোভেশন, মিটসুবিশি টোকিও ইউএফজে ব্যাংক, জাপান ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস এজেন্সি ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সির সাথে বৈঠক করেন।

এই সফরে জাপানের এসএমই খাতের উন্নয়ন কাঠামো সম্পর্কে একটি বিশদ ধারণা পাওয়া যায়, যা বাংলাদেশের এসএমই খাতের জন্য যথাযথ নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে।

এসএমই উন্নয়নে উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিনিধি দলের সাথে ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম

টুঙ্গিপাড়ার বেলেডাঙ্গা গ্রামে অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ বেলেডাঙ্গা গ্রামের ৫০টি দুস্থ পরিবারকে অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান ১৪ জুন ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুস সালাম এফসিএ এবং কৃষি ব্যাংক ফরিদপুর বিভাগের মহাব্যবস্থাপক এ. টি. এম. আনিসুর রহমান। গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ব্যাংক, গোপালগঞ্জের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এ. আর. এম. আনিসুজ্জামান ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় এ অনুষ্ঠানে দুস্থ ও গরিব পরিবার প্রধানদের প্রত্যেককে ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যমানের পে-অর্ডার হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বেলেডাঙ্গা গ্রামবাসীর উদ্দেশে টেলিফোনে কথা বলেন। তিনি বেলেডাঙ্গা গ্রামবাসীকে অনুদানের টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি জাতির পিতার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ার প্রত্যন্ত ও পশ্চাৎপদ বেলেডাঙ্গা গ্রামের অবহেলিত জনগণকে অর্থনীতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান অনুদানের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান অনুদান প্রদান করছেন

সিলেট অফিস

ডেপুটি গভর্নরকে সংবর্ধনা

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর সিলেট গমন উপলক্ষে স্থানীয় অফিসার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে ২ মে ২০১৪ এক সংবর্ধনা সভার অয়োজন করা হয়।

এস. কে. সুর চৌধুরী বক্তব্য রাখছেন

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অফিসার্স ক্লাবের সভাপতি মোঃ জিয়াউস্ সামস চৌধুরী। সভায় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া এবং ক্লাবের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান ও খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। এছাড়া খুলনার বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রাম অফিস

ডায়াবেটিসে সতর্কতা বিষয়ক সেমিনার

সেমিনারে নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া ও অন্যান্য অতিথি

নোভার্টিস (বাংলাদেশ) লিঃ এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে ডায়াবেটিস রোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সেমিনার ২১ মে ২০১৪ অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া। চট্টগ্রাম অফিসের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. ইসতিয়াক আজিজ খান। সেমিনারে নোভার্টিস (বাংলাদেশ) লিঃ এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এএইচএম সফি কামাল উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর অফিস

মহাব্যবস্থাপককে সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলমের যোগদান উপলক্ষে ২১ এপ্রিল ২০১৪ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সভাপতি জয়ন্ত কুমার বনিক। সভায় রংপুর অফিসের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে সংবর্ধনা আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং অফিস পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলমকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপহার প্রদান করা হয়

রংপুর অফিসের সৌজন্যে হুইল চেয়ার প্রদান

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের সৌজন্যে সম্প্রতি রাজবাড়ী জেলার শারীরিক প্রতিবন্ধী রিতুবর্ণাকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়। ২৯ মার্চ ২০১৪ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'হুইল চেয়ারের জন্য কষ্ট করছে ১৪ বছর' শীর্ষক খবরের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর শাখার সৌজন্যে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, রাজবাড়ী শাখার মাধ্যমে নগদ অর্থসহ হুইল চেয়ারটি রিতুবর্ণাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।

রিতুবর্ণাকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হচ্ছে

ময়মনসিংহ অফিস

নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ময়মনসিংহ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের স্বাবলম্বী করার প্রয়াসে এবং পাট শিল্পের প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসের আয়োজনে ১৮-২২ মে ২০১৪ একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও নেত্রকোনা অঞ্চলের ২৯ জন নারী উদ্যোক্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। পাঁচদিনব্যাপী এ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক গাজী সাইফুর রহমান এবং সমাপনী ঘোষণা করেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ।

প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া নারী উদ্যোক্তাদের মহাব্যবস্থাপক সনদপত্র প্রদান করেন

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসে ২৮ মে ২০১৪ অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ময়মনসিংহের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন খান এবং সাধারণ সম্পাদক ইফতেখার উদ্দিন আহমদ (রাজা)।

মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন

রাজশাহী অফিস

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকার উদ্যোগে এবং জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চলিক অধিদপ্তর রাজশাহীর আয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ২৪ এপ্রিল ২০১৪ জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহের বিধিমালা ও কর্মপদ্ধতি শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রাজশাহী অফিসসহ এ অঞ্চলের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক, ডাকঘর ও সঞ্চয় অফিসের ৫৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ সংবাদ

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) কর্তৃক আয়োজিত International Trade Payment and Finance শীর্ষক পাঁচদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্স ৬-১০ এপ্রিল ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া কোর্সের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন বিআইবিএমের অধ্যাপক ও পরিচালক ড. শাহ মোঃ আহসান হাবীব। অনুষ্ঠানে রাজশাহী অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বগুড়া অফিসের আওতাধীন পাঁচটি জেলার (বগুড়া, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জ) তফসিলি ব্যাংকসমূহের অঞ্চল প্রধানদের নিয়ে ১৯ মে ২০১৪ কৃষি ও পল্লি ঋণ বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার সভাপতিত্ব করেন।

সভায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারি-মার্চ) কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি এবং কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের পাশাপাশি ঋণ আদায়ের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের দ্বিমাসিক সভা ২৮ এপ্রিল ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়ার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার।

বগুড়া অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি ও স্থানীয় আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংক শাখার দায়িত্ব সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়।

মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে
অর্থনৈতিক সূচকসমূহের ভূমিকা

মোঃ মেজবাউল হক

বৈদেশিক মুদ্রার সাথে স্থানীয় মুদ্রার বিনিময় হার ও তার ওঠানামা বরাবরই আমাদের কাছে জটিল অর্থনৈতিক বিষয় বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির জটিলতা থাকলেও কিছু কিছু অর্থনৈতিক সূচকের বাস্তব আচরণ লক্ষ্য করলে এ বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

২০০৩ সালে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা ও টাকার বিনিময় হার নির্ধারণে ভাসমান বিনিময় হার (Floating Exchange Rate) পদ্ধতি প্রবর্তন করে। এ পদ্ধতিতে বাজারে দু'টি মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। সাধারণত আমরা এক একক বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য বাংলাদেশি টাকায় কত তার মাধ্যমে বিনিময় হার প্রকাশ করে থাকি। এতে করে আমরা আমাদের মুদ্রায় বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি সহজভাবে বুঝতে পারি। ভাসমান বিনিময় হার (Floating Exchange Rate) পদ্ধতিতে বাজারে কোন বৈদেশিক মুদ্রা যেমন মার্কিন ডলারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে তার মূল্য বা বিনিময় হার নির্ধারিত হয় যা বর্তমানে ৭৭.৬৫ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, বৈদেশিক মুদ্রার এই চাহিদাকারী ও যোগানদার কারা ? মূলত দেশের ব্যবসায়ী সমাজ, সরকার, সাধারণ জনগণসহ অনেকেরই বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। আবার দেশের রপ্তানিকারক, প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিক, বিদেশি বিনিয়োগকারী, দাতাগোষ্ঠী ও অন্যান্য মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ঘটে। তাই যখনই মুদ্রার এই চাহিদা বা যোগানের বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে তখনই মুদ্রার বিনিময় হার বা মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে। এখন প্রশ্ন হল কখন এবং কেন মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ঘটে ?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদেরকে কিছু অর্থনৈতিক সূচকের গতিবিধি লক্ষ্য করতে হয়। বিশ্বায়নের এ যুগে প্রতিটি দেশের অর্থনীতিই অন্য দেশের অর্থনীতির সাথে ব্যবসায়িক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এসব দেশের অর্থনৈতিক সূচক সমূহের গতিপ্রকৃতি ঐ দেশসমূহের মুদ্রার বিনিময় হারকে প্রভাবিত করে। কেননা দু'টি দেশ যখন বাণিজ্যিকভাবে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে তখন এ দু'টি দেশের অর্থনৈতিক সূচকগুলোর পরিবর্তন তাদের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানে প্রভাব ফেলে। এরূপ উল্লেখযোগ্য কিছু সূচক হচ্ছে মূল্যস্ফীতি, সুদের হার, আয়স্তর, সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের প্রত্যাশা। উল্লিখিত সূচকগুলো প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল এবং তা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাদের নীতি ও বিধির ওপর নির্ভরশীল। ফলে দেশভেদে এগুলোর পরিবর্তনের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর এই তারতম্যের কারণে দেশগুলোর মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ঘটে যা বিনিময় হারকে প্রভাবিত করে।

ধরা যাক মূল্যস্ফীতির কথা। মূল্যস্ফীতি হচ্ছে দেশের সার্বিক মূল্যস্তরের পরিবর্তন। ধরি বাংলাদেশে কোন পণ্যের দাম ১৫৫ টাকা যার যুক্তরাষ্ট্রে দাম ২ ডলার। এখন যদি যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয় এবং ঐ পণ্যটির দাম ৩ ডলার হয়ে যায় তখন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাগণ বাংলাদেশ থেকে ঐ পণ্য ক্রয় করলে তা ২ ডলারে কিনতে পারবে (বিনিময় হার অপরিবর্তিত থাকলে)। কিন্তু যখনই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাগণ বাংলাদেশ থেকে পণ্যটি ক্রয় করা শুরু করবেন তখন বাংলাদেশে পণ্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশেও তার দাম বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করবে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতির সমস্যা বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হতে থাকবে (যদি না পণ্যের যোগান বৃদ্ধি করা যায় যা স্বল্প মেয়াদে কঠিন)। কিন্তু ভাসমান মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময় হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যার মোকাবেলা হয়। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাগণ যখন বাংলাদেশে পণ্যটি ক্রয় করতে আসবেন তখন ডলারের যোগান বৃদ্ধি পাবে এবং টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ফলে ডলার মূল্য হারাবে এবং টাকা শক্তিশালী হবে। ডলার টাকার বিনিময় হার ততটাই পরিবর্তন হবে যাতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের জন্য বাংলাদেশ থেকে ক্রয় করতে ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রয় করতে একই ডলার মূল্য পড়ে। এভাবে বিনিময় হারের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে দু'টি দেশের মূল্যস্তরের সমতা বজায় থাকবে।

আবার দু'টি দেশের সুদের হারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হলেও মুদ্রার বিনিময়হারে প্রভাব পড়ে। ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার ৩% এবং বাংলাদেশে তা ১২% (কাল্পনিক)। এ অবস্থায় বিনিময় হার যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে একজন মার্কিন বিনিয়োগকারী যুক্তরাষ্ট্র হতে ঋণ গ্রহণ করে তা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে বিপুল লাভবান হতে পারেন। কিন্তু ভাসমান মুদ্রা ব্যবস্থায় যখন মার্কিন বিনিয়োগকারীগণ ডলার নিয়ে বাংলাদেশে আসবেন তখন ডলারের যোগান বৃদ্ধি পাবে এবং ডলারের মূল্য হ্রাস পাবে। ফলে ডলারের বিপরীতে সে কম টাকা পাবে। আবার মেয়াদান্তে যখন এসব বিনিয়োগ ফেরত যাবে তখন ডলারের চাহিদাবৃদ্ধি পাবে এবং টাকা দিয়ে সে কম পরিমাণের ডলার ক্রয় করতে পারবে। ফলে বিনিময় হারের ওঠানামা বিনিয়োগকারীদের এই মুনাফার পরিমাণ হ্রাস করবে এবং বিনিময়হার ততটুকুই এডজাস্টমেন্ট করবে যাতে করে বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা উভয় দেশে একই রকম হয়। অর্থাৎ মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে সুদের হারের ভিন্নতায় মুনাফার যে সুযোগ তৈরি হয় তার সংশোধন ঘটবে। এখানে উল্লেখ্য বাজারভিত্তিক এ ধরনের সংশোধন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়সাপেক্ষ বলে অনেক সময় এ ধরনের অধিক মুনাফার সুযোগ থেকে যায়। যে কারণে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীর হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পরিপালনীয় নির্দেশনা রয়েছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের ব্যাংকে মুনাফার উদ্দেশ্যে মেয়াদি আমানত করতে পারে না।

কোনো দেশের জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পেলেও মুদ্রার বিনিময়হারে তা প্রভাব ফেলতে পারে। কেননা আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের পণ্য ও সেবা ভোগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ফলে পণ্য ও সেবার চাহিদা পরিবর্তিত হয়। পণ্য ও সেবার চাহিদা হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে মুদ্রার চাহিদারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং সে মোতাবেক বিনিময় হারের পরিবর্তন ঘটে। যেমন বাংলাদেশের জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে বিলাসবহুল পণ্যের চাহিদা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা আমদানি করতে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ও অন্যান্য বিষয়ে জনগণের প্রত্যাশাও কখনো কখনো বিনিময় হারকে প্রভাবিত করে। জনমনের এ ধরনের প্রত্যাশা মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে বিনিময় হারে প্রভাব ফেলে। বর্তমান বিশ্বে মূলধনের অবাধ বিচরণ এ ধরনের আচরণকে আরো জটিল করে তোলে। কেননা কোনো দেশে অর্থনৈতিক ঝুঁকি দেখা দিলে ঐদেশের বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আচরণগত পরিবর্তন দেখা দেয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করে বিনিময় হারসহ দেশের অর্থনৈতিক সূচকগুলোকে প্রভাবিত করে।

তবে বিনিময় হারের সবচেয়ে বড় প্রভাব আসে সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে। আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত সকল নীতিমালা প্রবর্তিত হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন নীতি ও কার্যক্রমের মাধ্যমেও বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের তারতম্য ঘটিয়ে বিনিময়হারের মাত্রা নির্ধারণের সুযোগ রয়েছে। একারণেই বিভিন্ন সময়ে বাজারভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে অর্থাৎ বাজার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয় করে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের মাত্রা পরিবর্তনে বাংলাদেশ ব্যাংককে সচেষ্ট হতে দেখা যায়। তবে মনে রাখতে হবে এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও দীর্ঘমেয়াদের বিনিময় হারকে প্রভাবিত করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও বিভিন্ন নীতিগত ও বিধিগত উপায়েও বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক সচেষ্ট থাকে। সরকারেরও বিভিন্ন নীতি ও প্রবিধি বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও চাহিদাকে প্রভাবিত করে যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভ্রমণকোটায় প্রতিটি নাগরিকের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতার নির্ধারিত সীমা আরোপের মাধ্যমে এখাতে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাকে প্রভাবিত করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য খাতেও এ ধরনের সীমা আরোপের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় বা তার চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

বাজারভিত্তিক এধরনের সংশোধন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়সাপেক্ষ বলে অনেক সময় এধরনের অধিক মুনাফার সুযোগ থেকে যায়। যে কারণে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীর হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পরিপালনীয় নির্দেশনা রয়েছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের ব্যাংকে মুনাফার উদ্দেশ্যে মেয়াদি আমানত করতে পারে না ।

এককভাবে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনা বোধগম্য হলেও এর প্রত্যেকটি কারণই সব সময় প্রায় একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল থাকে। এতে করে বিনিময় হারের হ্রাসবৃদ্ধি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি জটিল ও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। বিনিময় হারের ওঠা নামা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী ও দেশের সাধারণ জনগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়াও এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতিকেও প্রভাবিত করে বলে এর সঠিক ব্যবস্থাপনা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে টাকার আভ্যন্তরীণ মান ও প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হার বজায় রাখা। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বদাই এ বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হয়।

■ *লেখক পরিচিতি : ডিজিএম, সিবিএসপি সেল, প্র.কা.*

আমি জানি আপরাকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এর সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। চেয়ারম্যান হিসেবে এ বিষয়ে আমি আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব।

– এস. কে. সুর চৌধুরী
ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও চেয়ারম্যান, আপরাকা

এশিয়া প্যাসিফিক রুরাল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট অ্যাসোসিয়েশনের (আপরাকা) ৬৪তম এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা এবং ১৯তম জেনারেল অ্যাসেম্বলি ১৮-২১ মে ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের আয়োজনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস.কে. সুর চৌধুরী আপরাকার সদস্য দেশসমূহের সিদ্ধান্তক্রমে আগামী দুই বছরের জন্য আপরাকা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এ সাক্ষাৎকারে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী আপরাকার কার্যক্রমের ওপর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আপরাকা (APRACA) হলো এশিয়া প্যাসিফিক রুরাল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট অ্যাসোসিয়েশনের সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৬টি দেশ যেমন আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ফিজি, ইরান, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, রিপাবলিক অব কোরিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, ওয়েস্টার্ন সামোয়া ও থাইল্যান্ডের মোট ৩৭টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে আপরাকা সেক্রেটারিয়েট তার যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৭৪ সালে আপরাকা সদস্যপদ লাভ করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যের মর্যাদা পায়। ২০১৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পৃথিবীর ২১টি দেশের ৬৮টি প্রতিষ্ঠান আপরাকা সদস্যপদ লাভ করে। ২০১৩ সালের শেষের দিকে আপরাকা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মাইক্রো ফিন্যান্স ইন্সটিটিউটসমূহকে সদস্যপদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে মোতাবেক ঢাকায় অনুষ্ঠিত আপরাকার ১৯তম সাধারণ সভায় ৬টি দেশের ১৭টি মাইক্রো ফিন্যান্স ইন্সটিটিউটকে নতুন সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশের এমআরএ, পিকেএসএফ ও ব্র্যাককে নতুন সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয় এবং একই সাথে ব্র্যাককে এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য

চেয়ারম্যান কিম ভাদাকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এস. কে. সুর চৌধুরী

হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়। আপরাকা এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা বছরে দুইবার এবং জেনারেল অ্যাসেম্বলি প্রতি দুই বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর ১৮-২১ মে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের আয়োজনে ঢাকায় আপরাকার ৬৪তম এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা এবং ১৯তম জেনারেল অ্যাসেম্বলি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ মে জেনারেল অ্যাসেম্বলির উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। তিন দিনব্যাপী আপরাকার এ সম্মেলনে ১৭টি সদস্য দেশ এবং ২টি পর্যবেক্ষক দেশ হতে সর্বমোট ১১০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ভুটান, কম্বোডিয়া, চীন, জাপান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, লাওস, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, উজবেকিস্তান, ভিয়েতনাম, মোজাম্বিক ও নাইজেরিয়ার ৮২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

আপরাকার নীতি অনুযায়ী প্রতি দুই বছর পর নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়। এ নীতির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী আপরাকার ৬৪তম এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা এবং ১৯তম জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে সদস্য দেশসমূহের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে আগামী দুই বছরের জন্য আপরাকা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এস. কে. সুর চৌধুরী বিগত দুই বছর আপরাকার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ব্যাংক পরিক্রমার পক্ষ থেকে আপরাকার চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস.কে. সুর চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

আপরাকার কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কী ?

আপরাকা সম্পর্কে বলতে গেলে একটু আগের কথা বলতে হয়। ১৯৭৪ সালে Food and Agriculture Organization (FAO) ক্ষুদ্র কৃষকের অনুকূলে ঋণ দেয়া সম্পর্কে একটি সম্মেলনের প্রস্তাব দিয়েছিল। ঐ সম্মেলনের শুরুতেই এশিয়া প্রশান্ত

মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে গ্রামীণ অর্থায়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক তথ্য ও প্রযুক্তি বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালে এশিয়া প্যাসিফিক রুরাল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট অ্যাসোসিয়েশন বা আপরাকা গঠন করা হয়েছিল।

আপরাকা বর্তমানে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশসমূহে কৃষি ও পল্লিখাতের প্রবৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র কৃষকের উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে, আপরাকা কৃষি ও পল্লি অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত ব্যাংকিং, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর বহুমুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। আপরাকা সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ও বিনিময়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লি অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও জ্ঞানের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া FAO এর অর্থায়নে আপরাকা এ অঞ্চলের কৃষি খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আপরাকার ১৯তম জেনারেল অ্যাসেম্বলির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান, ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ও অন্যান্য অতিথি

আমরা জানি, আপনি ২০১২-২০১৪ সময়কালে আপরাকার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা কেমন ছিল ?

বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৭৭ সাল থেকে আপরাকার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য হিসেবে এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনকালে আপরাকা কর্তৃক কৃষি ও পল্লি অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত ব্যাংকিং, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রচুর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও গত সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক তিন দিনব্যাপী National Dissemination Forum on Microfinance for Agriculture শীর্ষক আপরাকা ফিনসার্ভ অ্যাকসেস প্রকল্পের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। সেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৪০জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন।

এছাড়া ফ্রান্সের প্যারিসে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালায় আমি The contribution of Banks & Financial Institutions to the financing of Rural Development শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করি যা উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসিত হয়। বিশেষ করে বর্গাচাষিদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পটি একটি অনুকরণীয় প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়।

এ বছর আপনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। আগামী দিনগুলোর জন্য চেয়ারম্যান হিসেবে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা আছে কী ?

বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে আমার প্রথম কাজ হবে আপরাকার ছয় বছরব্যাপী (Strategic Plan for 2013-2018) কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। আমি জানি আপরাকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এর সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি এবং চেয়ারম্যান হিসেবে এ বিষয়ে আমি আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। এছাড়া, সদস্য দেশসহ বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনসহ এক্সিকিউটিভ কমিটির মাধ্যমে FAO, IFAD সহ আপরাকার অন্যান্য পার্টনার প্রতিষ্ঠানের অনুদানে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে ।

বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রে আর্থিক সেবা বৃদ্ধিকরণে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আপরাকার সদস্য হিসেবে এতে কী কোন নতুন মাত্রা যোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ?

কৃষি ক্ষেত্রে আর্থিক সেবা বৃদ্ধিকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা, অতি দরিদ্র ও বর্গাচাষিদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প চালু, চর, হাওর, বাওরসহ দেশের প্রত্যন্ত এলাকার কৃষকদের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান, কৃষি ঋণ প্রদানে গ্রামীণ নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়া। আপরাকাও মূলত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র কৃষকের অনুকূলে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া, গ্রামীণ অর্থায়নের জন্য দক্ষ জনবল তৈরিতে আপরাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকও কৃষি ক্ষেত্রে আর্থিক সেবা বৃদ্ধিকরণে আপরাকার দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আপরাকা কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করছে। সেক্ষেত্রে সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কিভাবে উপকৃত হবে বলে আপনি মনে করেন ?

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২১টি দেশের ৬৮টি প্রতিষ্ঠান আপরাকার সদস্য হিসেবে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক তথ্য, অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লিখাতের প্রবৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমকে আরো জোরদারকরণের লক্ষ্যে মাইক্রোফাইন্যান্স ইন্সটিটিউটসমূহকে আপরাকার সদস্যপদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত আপরাকার ১৯তম সাধারণ সভায় ৬টি দেশের ১৭টি মাইক্রো ফিন্যান্স ইনস্টিটিউটকে নতুন সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশের এমআরএ, পিকেএসএফ ও ব্র্যাককে নতুন সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে ব্র্যাককে এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আপরাকার এ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের এ সব প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের পল্লি উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সাদা পাহাড় আর সবুজ

মোটরসাইকেলে চেপে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ানোটা এক ধরনের নেশার মতোই আমার কাছে। একদিন জানতে পারলাম ঢাকার অদূরে নেত্রকোনার বিরিশিরির দুর্গাপুরে গেলে নাকি দেখা মিলবে অদ্ভুত সুন্দর সাদা পাহাড় আর নীলচে সবুজ পানির হ্রদের। বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার সুসং দুর্গাপুর থানার এক বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বিরিশিরি। তৎকালীন ইংরেজ শাসনামলে স্থাপিত স্কুল, সরকারি কালচারাল একাডেমি, সোমেশ্বরী নদী, চিনেমাটির খনি এসব দর্শনীয় স্থান রয়েছে গ্রামটিতে। বন্ধুদের কয়েকজন ইতিপূর্বে বিরিশিরি থেকে আগেই ঘুরে এসেছে। তবে ঢাকা থেকে মোটরসাইকেলে কেউই ভ্রমণ করেনি। তাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে বিরিশিরি যাবার জন্য ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে রোড হয়ে যেতে হবে। রাস্তা মেরামতের কাজ থাকায় হাইওয়ের অনেকটা অংশ জুড়েই ভাঙ্গা ও কাঁচা রাস্তা। তবে হাইওয়ে রাস্তার কথা শুনে যতটা না দমে গেলাম তার চেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেলাম বিরিশিরির চিনেমাটির পাহাড়ে যাবার রাস্তার কথা শুনে। পাঁচটি মোটরসাইকেলে চেপে সাতজনের একটি দল ঢাকা থেকে শীতের ভোর ৬টায় বিরিশিরির উদ্দেশে রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা কাজ করছিল। ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চললাম আমরা সবাই। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে যখন দুর্গাপুরের বিরিশিরি পৌঁছলাম তখন সকালের মিষ্টি রোদ আর হিমেল হাওয়া পেরিয়ে মধ্যদুপুর। খুব ভালো কোনো রেস্টুরেন্ট না পাওয়ায় মোটামুটি মানের একটি খাবার হোটেলে আমরা মুরগির সালুন আর গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত দিয়ে উদরপূর্তি করলাম। দুপুর ২টা নাগাদ রওনা হলাম সুসং দুর্গাপুরে অবস্থিত চিনেমাটির সাদা পাহাড় দেখতে। মনে মনে ভাবছিলাম এতটা পথ যে যাচ্ছি; না জানি কেমন হবে সেই পাহাড়! সবচেয়ে মজা হলো তখন যখন আমাদের একজন বন্ধুর বাইকের ইন্ডিকেটর লাইটের স্ক্রু খুলে গেলো আর সেটি মরা ইঁদুরের মতো সাথে থাকা ইলেকট্রিক তারের সাথে ঝুলতে থাকলো। আমরা সবাই তো হেসেই খুন। বন্ধুটিও মলিন মুখে হেসে ফেলল ঘটনার আকস্মিকতায়।

রাস্তা বেশ সরু, অনেকটা এবড়োথেবড়ো, কিছু জায়গায় ভাঙ্গা হওয়ার কারণে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। আর এ রাস্তা দিয়ে বাইসাইকেল, রিক্সা বা মোটরসাইকেল ছাড়া অন্য কোনো যান চলাচল প্রায় অসম্ভব। ভাঙ্গা রাস্তার প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আমাদের নিজেদের শরীর ও মোটরসাইকেলের কলকব্জা সব ঢিলে হওয়ার উপক্রম; তবুও পাহাড় আর হ্রদ দেখার প্রতীক্ষায় সব সহ্য করে যাচ্ছিলাম।

কিছুদূর যাবার পরই দেখা পেলাম সোমেশ্বরী নদীর। প্রকৃতির সাথে মিশে আছে অদ্ভুত শান্ত এক নদী। শীতকালে নদীর সামান্য অংশেই পানি থাকে। অনেকটা জাফলংয়ের নদীর মতো। তবে জাফলংয়ের নদীতে যেমন পাথর আর বালু মেশানো এ নদীতে সেটা নেই। স্বচ্ছ টলটলে পানি আর একই সাথে রয়েছে বাহারি রংয়ের বালু। বিভিন্ন রংয়ের বালুর কারণে নদীর বিভিন্ন অংশের রংও ভিন্ন। এবার নদী পার হতে হবে। সবচেয়ে বেশি বিপত্তি হলো এখানেই। নৌকাগুলো খুব বেশি বড় নয় আর নড়বড়ে। নৌকার মাঝি আমাদের ভয় বুঝতে পেরে হাসিমুখে আমাদের অভয় দিলো কারণ প্রায়ই এই নৌকা দিয়ে তাদের মোটরবাইক পার করতে হয়। মাঝি আমাদেরকে বেশি নড়াচড়া করতে বারণ করলো। প্রতিটি বাইক চালকসহ পার করতে ২০ টাকা করে ভাড়া নিলো। এরপর

হ্রদের দেশে

মোহাম্মদ আনোয়ারুল বারী

আরও কয়েক কিলোমিটার আঁকাবাকা পথে চললাম। পথ চলতে চোখে পড়লো রাস্তার দু'পাশে নাম না জানা হরেক রকমের বুনোফুল। এরপর দেখা মিললো সেই প্রতীক্ষিত চিনেমাটির পাহাড় আর তার কোল ঘেঁষে বয়ে চলা নীলচে সবুজ পানির হ্রদের। বিরিশিরির মূল আকর্ষণ বিজয়পুরের চিনেমাটির খনিজ পাহাড়। ছোটবড় নানান আকৃতির পাহাড়ি টিলা আর সমতল ভূমি এই সবকিছু মিলিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৬০০ মিটার প্রশস্ত এই অঞ্চলটি। চিনেমাটির পাহাড়গুলোর রং সাদা তবে কিছু কিছু জায়গায় মেরুন বা হালকা লাল রং দেখা যায়। বলা হয়ে থাকে এই সাদামাটি বাংলাদেশের তিনশ' বছরের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। নীলচে সবুজ হ্রদটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মনে হলো, এতোটা পথ ছুটে আসা আমাদের বিফলে যায়নি। এতো অদ্ভুত সুন্দর, শান্ত সেই হ্রদ। হ্রদের অপূর্ব দৃশ্য আমরা উপভোগ করলাম। মুহূর্তটিকে ধরে রাখতে প্রচুর ছবি তুললাম। সোমেশ্বরী নদীর কোল ঘেঁষে রয়েছে রানীখং মিশন। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাটি। ১৯১০ সালে স্থাপিত হওয়া এই মিশনটি একটি উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত যেখান থেকে দাঁড়ালে আশেপাশের অনেকটা অঞ্চল দেখা যায়। সেখানকার আনসার ক্যাম্পের টাওয়ারের ওপর দিয়ে ভারত সীমান্তবর্তী মেঘালয়-আসাম চোখে পড়ে।

ভারতের মেঘালয়ের নিকটবর্তী এবং নেত্রকোনার দুর্গাপুরের বিরিশিরি রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে ময়মনসিংহ হয়ে বিরিশিরিতে যেতে মোটরসাইকেলে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টার মতো লাগে। এছাড়া বাসে করেও যাওয়া যায়। এরপর সোমেশ্বরী নদী পার হয়ে কিছুদূর গেলেই চিনামাটির পাহাড়, রানীখং মিশন ও বিজিবি টাওয়ার। এসব ঘুরতে হলে মোটরসাইকেল সবচেয়ে ভালো উপায়। মোটরসাইকেল বা রিক্সা ভাড়া করতে হবে। রাস্তা খারাপ হওয়াতে মোটরসাইকেলে গেলে কম সময়ে অনেক বেশি ঘোরা সম্ভব। স্থানীয় গার্ড সাথে নিলে মোটরসাইকেলে পুরো এলাকাটি ঘুরতে প্রায় চার ঘণ্টা লাগবে আর রিক্সায় ঘুরতে লাগবে আট ঘন্টা। মোটর সাইকেলে দুই জন আরোহীর ভাড়া পড়বে ৫৫০-৬০০ টাকা আর রিক্সায় গেলে ৪০০-৫০০ টাকা।

থাকার জায়গা: থাকার জায়গা হিসেবে জেলা পরিষদের ডাকবাংলো, বিরিশিরি কালচারাল একাডেমির নিজস্ব রেস্টহাউজ, ওয়াইএমসিএ ও ওয়াইডব্লিউসিএ'র গেস্ট হাউজ রয়েছে। এছাড়াও জেলা সদরে বিভিন্ন ধরনের রেস্টহাউজ ও হোটেল আছে।

■ *লেখক পরিচিতি : এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

মন মানবের পলায়ন

সিতাংশু শেখর রায়

একদিন পাবে তোমাদেরই কাতারে
কাদা মাঠ আর লাঙ্গল জোয়ালে,
উজ্জ্বল আলোয় রোদে পোড়া কালো মুখ নিশ্চিত।
অবলীলায় সন্ধ্যা নামাবো সত্যি জীবনের ছিমছাম সময়ে
শহরবন্দি অমৃতের অভিশাপ যাবে নির্বাসন নিরন্তরে।

একদিন পাবে তোমাদেরই কাতারে
গাঁইতি শাবল হাতে
খনির গহীনে দমবন্ধ উত্তাপে,
মুচকি হেসে বলবো 'আগে বাড়ো জওয়ান'
ধরিত্রীর বুক চিরে আনবো খুঁজে নীল হীরা আর লাল পান্নার আলো।

একদিন পাবে তোমাদেরই কাতারে
অকূল সমুদ্রে কালো ঝড়ের বুক চিরে,
নিরুদ্দেশ হবো নতুন মহাদেশের আশায়
সস্নেহে হাতে নেবো অ্যালবাট্রসের সাদা কষ্ট,
হাঙ্গরের ঝাঁক হবে হারানো দ্বীপের শেষ সীমানা।
চমকে যেওনা গুহামানবের প্রত্যাবর্তনে,
মুঠোফোনের অবিরাম সচকিত ডাক
প্রাগৈতিহাসিক হবে তখন।
সন্ধ্যা আঁধারে শ্বাপদের হুংকার
জড়িয়ে জ্বালবো আগুন চকমকি পাথর ঠুকে ঠুকে।
একদিন পাবে তোমাদেরই কাতারে
সত্য মানুষ, সত্য আলো আর সত্য সময়ে।

■ *কবি পরিচিতি : এডি, সিলেট অফিস*

দুষ্কালের দিনলিপি

অচিন্ত্য দাস

চতুর্দিকে ভীষণ কালো এই অন্ধকারের রাত
সারা রাস্তায় লোভাতুর কিলবিল করাল থাবার হাত
হাতের রেখায় সঁপে দিলে তকদির সব দায় যায় ঘুচে
ছদ্মবেশটা অমৃতের হলে গরলটাও রোচে
গরলেও নেই অরুচি এখন আর ফরমালিনের জোরে
ঘরের শান্তি পাচার না হয় পাছে পাহারা দিচ্ছে চোরে
চোর পুলিশের শত্রু শত্রু খেলা তাল গাছ যার যার
গ্যালারির বেড় বর্গমাইলে হয় ছাপ্পান্ন হাজার
হাজার রাজীব হাজার মিলন মরে জানতে পায়না লোকে
ডিঙ্কা চিকার ডিমান্ড বেড়েই চলে সাধের চাঁদনী চকে
চক চক করে ক্লো'জ আপ হাসি ঠিক স্বর্ণ হয়েই যায়
বোকা নির্বোধ বিশ্বাস দোল খায় অবিশ্বাসের হাওয়ায়
হাওয়া বদলেই যাওয়া যাক তবে চলো এখানে গুমোট বড়
প্রশ্বাসে তুমি একবার ছুঁয়ে দিয়ে আমার এ হাত ধরো
হাতের রেখায় নতুন আল্পনার একটু আঁচড় দিও
বন্ধু তোমার যাত্রা শুরুর দিনে আমায় সঙ্গে নিও

■ *কবি পরিচিতি: এডি, ইতিহাস গবেষণা টিম, প্র.কা.*

তুমি অনেক কিছুই পারো

মোঃ মাহমুদুল হাসান

সমুদ্র বিলাসে অবসর যাপনকালে যদি
ভেসে আসে গানের কলিতে সুন্দর নাম তোমার
আনমনা নাবিকের সেই রকম গলার সুরে
মিলেমিশে স্রোত আর গান একাকার হয়ে যায়।
এ পথে তোমার আসা প্রথমবার
আমার অনেক বার, এবার তুমি আছো সাথে মধুচন্দ্রিমাতে
ঘুমিয়ে আছো বিভোর হয়ে
অপলক চেয়েছিলাম তোমার মুখপানে
নির্বোধ নিষ্পাপ শরীর তোমার যেন
চাঁদের মেলায় তারায় তারায় ভরা আকাশ
ভালো লাগে চাঁদ- ভালো লাগে তোমাকে
একা বসে আছি, এর আগে কতবার একা এসেছিলাম
মনে পড়ে কত রাত চাঁদের সাথে নীরবে বসেছিলাম।
এবারের মতো এ যাত্রা হয়নি কখনো আগে
তোমার ঘুম শেষ হয়না, স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়
ধীরে ধীরে রাত ভোর হয়, জাহাজ এখন গভীর সমুদ্রে।
স্নিগ্ধ মুচকি হাসি তোমার, আমায় সব ভুলিয়ে দিলো
গতরাতে যতসব ভেবেছিলাম ফুরিয়ে গেল।
কী আর বলবো বলো, আসলে তুমি অনেক কিছুই পারো।

■ *কবি পরিচিতি : ডিএম (ক্যাশ), চট্টগ্রাম অফিস*

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

ইং বাং তাং

ভোলানাথ ইং লেখে ইংরেজি নয়
বাংলাকে বাং লেখে কী যে বিস্ময় !
পণ্ডিত চোখ দুটি কপালে তোলেন–
তারপর ধীরে ধীরে ভোলাকে বলেন,
'ইংরেজি সংক্ষেপে ইং যদি হয়
বলো তবে হিন্দিটা হিং কেন নয় ?
বাংলাকে বাং লেখো মন্দ না বেশ,
তবে কি লিখব দেং লিখবে না দেশ ?
তারিখে লিখছ তাং নম্বরে নং
শব্দ তো নয় যেন একেকটি সঙ !
এরকম সংক্ষেপে কী-বা প্রয়োজন
শব্দটা পুরো লেখো সেটাই শোভন।'

['সাকিন'- এর বদলে 'সাং', 'তারিখ'-এর বদলে 'তাং', 'বাংলা'র বদলে 'বাং', 'ইংরেজি'র বদলে 'ইং', 'নম্বর'-এর বদলে 'নং', 'গয়রহ'-র বদলে 'গং', 'কোম্পানি'র বদলে 'কোং', 'খ্রিস্টাব্দ'-এর বদলে 'খ্রিঃ' 'লিমিটেড'-এর বদলে 'লিঃ'– এ ধরনের সংক্ষেপণ একেবারেই অর্থহীন। বাংলাভাষায় সাধারণত অনুস্বর-বিসর্গযোগে সংক্ষেপণ করা হয়। এরকম সংক্ষিপ্তকরণে শব্দের দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের হানি ঘটে। তা ছাড়া এগুলোর উচ্চারণ শ্রুতিকটুও বটে। সবচেয়ে বড় কথা, হাতেগোনা কয়েকটি শব্দের জন্য এরকম সংক্ষেপণরীতি থাকাটা অর্থহীন।
দু-একটি ক্ষেত্রে সংক্ষেপণের এই রীতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে। যেমন, ডক্টর, মোহাম্মদ। তবে অনুস্বর-বিসর্গকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়াই ভাল। সংক্ষেপণের জন্য বিন্দুচিহ্নের (.) ব্যবহারই আধুনিক রীতি। যেমন, ডক্টর- ড., মোহাম্মদ- মো., মুহম্মদ- মু. ইত্যাদি।]

অনুভূতি

সোহেল নওরোজ

বিকেলের হাত ধরে সন্ধ্যাকে আমন্ত্রণ জানাতে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছি যান্ত্রিক নগরের মহাব্যস্ত সড়কের পাশে। উদ্দেশ্যহীন মানুষের কাছে সময়ের দাম থাকার কথা নয়। কিন্তু আমার কাছে প্রতিটি মুহূর্তই মহামূল্যবান মনে হচ্ছে। শীতে যে লোকটা এক চিলতে রোদের আশায় ফুটপাতের এখানটাতে পণ্য সাজিয়ে বসতো, সে ব্যক্তিই এখন সূর্যের উত্তাপ থেকে বাঁচতে মাল-সামানা নিয়ে হাত বিশেক দূরের গাছের ছায়ায় আসন গাড়তে ব্যতিব্যস্ত। সারাদিনে কতোই বা রোজগার করে লোকটা ? সামান্য কয়টা টাকা দিয়ে সংসার চালাতে নিশ্চয় অনেক কষ্ট হয় তার। তারপরও জীবন থেকে পালিয়ে তো যায়নি সে। অনেকের মতো ভিক্ষাবৃত্তির তুলনামূলক সহজ পথও বেছে নেয়নি।

মানুষের বিরামহীন কর্মব্যস্ত আনা-গোনা দেখার ভেতর নিজেকে ভজিয়ে কিছুটা ভাবুক হওয়া যায়। সে চেষ্টা করা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরপরই নানান বয়সী ভিক্ষুক এসে অতিষ্ট করে তুলছে। কেউ হাত, কেউ আবার থালা এগিয়ে দিচ্ছে। এদেরকে এড়ানো বেশ কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নয়। তবে আমার ভয় অন্য জায়গায়। ইদানীং রাজধানীতে এক শ্রেণির ভিক্ষুকের আবির্ভাব হয়েছে যাদের বেশির ভাগই অল্পবয়সী এবং এরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাত-পা অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে। নিজেদের দাবি আদায়ে এরা যথেষ্ট পারঙ্গম। চোখ রাঙানি বা ধমকে কিছু যায়-আসে না। বারকয়েক এ বিচ্ছু শ্রেণির ভিক্ষুকদের কবলে পড়ে চরম শিক্ষা হয়েছে। এদেরকে দেখলেই এখন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার কৌশল অবলম্বন করি।

দু'দিন পরেই বন্ধু সাকিবের বিয়ে। পকেটে সর্বসাকুল্যে শ' পাঁচেক টাকা অবশিষ্ট আছে। 'অল্প তেলে মুচমুচে ভাজা'র দিন অনেক আগেই শেষ। অল্প তেল কিনতেও এখন অনেক টাকা লাগে। ওর বিয়েতে না যাওয়ার মতো উপযুক্ত কারণও আমার কাছে নেই। এ টাকা দিয়েই কিছু একটা কেনা ছাড়া আর উপায় কী! ভাবনাটা স্থায়ী হওয়ার আগেই চার-পাঁচজন ছেলেমেয়ে এসে আমাকে ঘিরে ধরে। বোঝাই যাচ্ছে, তাদের দলবদ্ধ এ প্রক্রিয়া ভিক্ষাবৃত্তির কৌশলে নতুন সংযোজন। এবার তবে রক্ষা নেই! ফাঁদে পড়া বগার মতো ত্রস্ত মুখটাকে যথাসম্ভব কঠিন করে বলি, 'কী চাই ?' আমার প্রশ্নে মোটেও বিচলিত না হয়ে বেশ গোছানো ঢংয়ে তাদের একজন (সম্ভবত 'দলনেতা' টাইপের কিছু) জানায় -তারা পথশিশু। একটি এনজিওর উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলে সদ্য ভর্তি হয়েছে। বই-খাতার সংস্থান হলেও স্কুল ড্রেসের টাকায় কমতি পড়েছে। তাই যাদেরকে উপযুক্ত (!) মনে করছে, তাদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করছে। কেউ স্বেচ্ছায় দিলে ভালো, না হলে নয়।

আমার ভিক্ষা দেওয়ার হাত পকেটের মতোই সংকুচিত। আমাকে তাই সাহায্য করার মতো উপযুক্ত মনে করে বড্ড ভুল করেছে ছেলেমেয়েগুলো। তবুও এদের উচ্ছ্বাসের নিচে আমার না বলার শক্তি হারিয়ে গেছে। শিক্ষার জন্য এ শিশুদের আগ্রহকে কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না। ওদের চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, পাঁচশ টাকায় কি কিছু হবে ?' 'কী বলেন স্যার, খুব ভালো কাপড় দিয়ে বানালেও চারশ' টাকার বেশি একজনের লাগে না।' -আগের চেয়েও প্রফুল্ল কণ্ঠে জানায় ওদের একজন। মানিব্যাগ থেকে পাঁচশ' টাকার নোটখানা বের করে ওদেরকে দিয়ে বলি, 'আমার কাছে এর বেশি নেই। এটা দিয়ে তোমাদের একজন ড্রেস বানিয়ে নিও।'

টাকাটা পেয়ে ওদের মুখগুলো বিস্ময় আর আনন্দে একাকার হয়ে যায়। গোধূলিবেলার আবছায়াতে তীব্র আলো ঝলমলে মুখের মধ্যে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ না দিয়েই রওনা হই। আনন্দ-আপ্লুত চোখগুলো এখনো আমার দিকে অপলক চেয়ে আছে। এ দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখা যায় না। এক ঝাপটা খেয়ালি বাতাস এসে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে দিয়ে যায়। তাতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিজেকে আড়াল করার সুযোগ মেলে। কী আশ্চর্য! তার মধ্যেই আবিষ্কার করি, সাকিবের বিয়ের উৎসব-চিন্তা ছাপিয়ে আমার মস্তিষ্কে দোল খাচ্ছে নতুন জামা পরে স্কুলে যাওয়ার খুশিতে আত্মহারা শিশুগুলোর স্বর্গীয় মুখ।

টাকাটা পেয়ে ওদের মুখগুলো বিস্ময় আর আনন্দে একাকার হয়ে যায়। গোধূলিবেলার আবছায়াতে তীব্র আলো ঝলমলে মুখের মধ্যে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ না দিয়েই রওনা হই। আনন্দ-আপ্লুত চোখগুলো এখনো আমার দিকে অপলক চেয়ে আছে ....

■ *লেখক : এডি, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী*

টাকার জন্ম ও মৃত্যু

প্রথম পর্ব

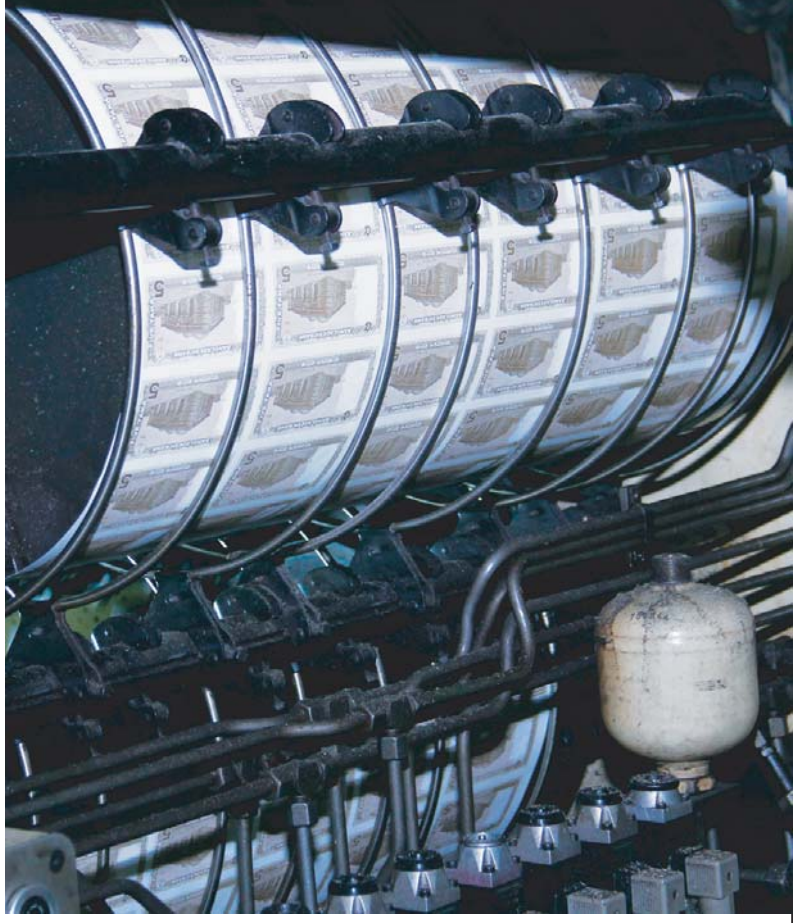

ছাপানো হচ্ছে টাকা

টাকা মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। টাকার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। মানুষ নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রথমে নিজেদের মধ্যে পণ্য বিনিময় শুরু করে। পণ্য বিনিময়ের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য চালু হয় মুদ্রা বা পয়সা। সেই থেকেই যাত্রা শুরু। স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, কাগুজে নোট, ট্রাভেলার্স চেক, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির ধারাবাহিকতা পেরিয়ে ই-ব্যাংকিং আর মোবাইল ব্যাংকিং– সবকিছুরই পেছনে রয়েছে এই টাকা। কিন্তু মানুষ চাইলেই টাকা তৈরি করতে পারে না। একমাত্র সরকারই টাকা ছাপানোর ক্ষমতা রাখে। আর যেখানে টাকা তৈরির কাজটি সম্পন্ন হয় সেটিকে টাঁকশাল বলা হয়।

ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার শিমুলতলীতে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র টাঁকশাল, যার নাম দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ। সেখানকার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনার্থীদের অভিবাদন জানাতে যেন অপেক্ষা করে আছে। নানা প্রজাতির পাখির কল-কাকলিতে মুখরিত প্রকৃতির সবুজের গালিচায় আবৃত সেখানকার প্রকৃতি সত্যিই মনোমুগ্ধকর। টাকা মুদ্রণের বিষয়ে সম্যক ধারণা নেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সম্পাদনা পরিষদ ও বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিহাস গবেষণা টিম ৭ জুন ২০১৪ টাঁকশাল পরিদর্শন করে। নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান পরিদর্শন দলের নেতৃত্ব দেন। টিমকে এসপিসিবিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউদ্দীন আহমেদ প্রেসটি ঘুরিয়ে দেখান এবং বিভিন্ন মেশিনের কাজের বর্ণনা দেন।

টাঁকশাল বিষয়ে কিছু ইতিহাসের অবতারণা করা দরকার। টাকা শব্দটি এসেছে টঙ্ক শব্দ থেকে। যার অর্থ রৌপ্যমুদ্রা। এক টাকার শতাংশ হচ্ছে পয়সা। খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল অংশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের রাজত্ব ছিল। তবে সে সময়ের মুদ্রা পাওয়া না যাওয়ায় তাদের টাঁকশাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। দ্বাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী সেনরাজারা বাংলাদেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে রাজত্ব করে। সেনযুগে পালযুগের মতো মুদ্রার পরিবর্তে কড়ির প্রচলন ছিল। ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির সময় থেকে দেশে বিপুলসংখ্যক মুদ্রা প্রচলন হয়। সুলতানি আমলে বাংলাদেশ সম্পদশালী দেশ হিসেবে পরিচিতি পায়। সে সময়ে বাংলাদেশের বাগেরহাট এলাকার খলিফাবাদ টাঁকশাল, রাজশাহীর বারবাকাবাদ টাঁকশাল, সোনারগাঁওয়ের নিকটবর্তী মুয়াজ্জমাবাদ টাঁকশাল, ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ'র রাজধানী সোনারগাঁওয়ের টাঁকশাল, চট্টগ্রাম টাঁকশালসহ প্রায় ৮০টি টাঁকশালের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মুঘল আমলেও বাংলাদেশে টাঁকশালের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মুঘল যুগের জাহাঙ্গীরনগর টাঁকশালে তৈরি মুদ্রার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এর পাশাপাশি কাগুজে নোটেরও প্রচলন হয়। তবে তা উন্নত মানের ছিল না।

জিয়াউদ্দীন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ঢাকার অদূরে গাজীপুরে বাংলাদেশের বর্তমান টাঁকশাল স্থাপিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় ২৭ বছর আগে। প্রকৃতপক্ষে, এর স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮১-৮২ সাল থেকে। ১৯৮৭ সালে কাজ শেষ হয় এবং এরপর থেকে টাকা ছাপানোর প্রক্রিয়া শুরু। ১৯৮৯ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গাজীপুরে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রজেক্ট' এর উদ্বোধন করেন। সেসময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন শেগুফ্‌তা বখ্‌ত্ চৌধুরী এবং সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস

প্রজেক্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন কর্নেল (অবঃ) এ. কে. এম সিকান্দার হোসেন। ১৯৯২ সালের এপ্রিলে এর নামকরণ করা হয় 'দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ' যা বর্তমানে সংক্ষেপে টাঁকশাল নামেই বেশি পরিচিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানো হয়ে থাকে আমাদের দেশীয় মুদ্রা, টাকা। ব্যাংক নোট ছাড়াও চেক বই, সরকারি ট্রেজারি নোট, ডাকটিকেট, রাজস্ব স্ট্যাম্প, সঞ্চয়পত্রের সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ছাপার কাজ সম্পন্ন হয়। এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কঠোর। জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে এই সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানটি আমাদের অবাধ অর্থনীতি ও মজবুত সার্বভৌমত্বের পরিচয় বহন করে চলেছে।

ছাপার পর কাটিংয়ের অপেক্ষা

বাংলাদেশের হাটে বাজারে, ষোলো কোটি মানুষের হাতে হাতে, পকেটে পকেটে, বিভিন্ন ব্যাংকে যে টাকাগুলো ঘুরে বেড়ায় তা তৈরি হয় এই নির্ধারিত ছাপাখানায়। টাকা ছাপানোর পূর্বে দেশের স্বনামধন্য শিল্পীদের দিয়ে টাকার ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়। আর এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে একটি অভিজ্ঞ নোট ও মুদ্রা ডিজাইন এডভাইজরি কমিটি। ঐ কমিটিই ডিজাইন প্রস্তুত করে এর অনুমোদন দিয়ে থাকেন। বর্তমানে টাকা ডিজাইন কমিটিতে মোট ১০ জন সদস্য রয়েছেন। তাঁরা হলেন : মোঃ আবুল কাসেম, ডেপুটি গভর্নর (ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট (ডিসিএম) এর দায়িত্বপ্রাপ্ত)-চেয়ারম্যান। সদস্যগণ হলেন : দাশগুপ্ত অসীম কুমার, নির্বাহী পরিচালক (ডিসিএমের দায়িত্বপ্রাপ্ত); জিয়াউদ্দীন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসপিসিবিএল, গাজীপুর; প্রকাশ চন্দ্র দাস, মহাপরিচালক, জাতীয় জাদুঘর; প্রফেসর সৈয়দ আবুল বারাক আলভী, ডিন, ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মুস্তাফা মনোয়ার, চিত্রকর; এ টি এম কাইয়ুম চৌধুরী, চিত্রকর; কে.জি. মুস্তাফা, চিত্রকর; মাহমুদা খাতুন, ডিজাইনার এবং সদস্য সচিব হলেন মহাব্যবস্থাপক (ডিসিএম)।

টাকা ছাপানোর জন্য একধরনের কাপড়জাতীয় বিশেষ কাগজ ব্যবহৃত হয়। এ কাগজগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। টাকা ছাপানোর বিশেষ মেশিনে কাগজ ও নানা রকম কালির সংমিশ্রণে বিভিন্ন ধাপে টাকা ছাপানো হয়। অনুমোদিত ডিজাইনের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় টাকা ছাপানোর ধাতব ইন্টেগ্লিও প্লেট। এই প্লেটগুলো লোহা, তামা, নিকেল এই জাতীয় কয়েকটি ধাতুর মিশ্রণে তৈরি হয়।

বর্তমানে ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট বাংলাদেশে প্রচলিত। এই ৮ ধরনের মূল্যমানের নোটকে তিন ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাপানো হয়। তিনটি ভাগের প্রথমটি হলো ২ ও ৫ টাকার নোট, দ্বিতীয় ভাগে ১০, ২০ ও ৫০ টাকার নোট এবং তৃতীয় ভাগে ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট। এদের মধ্যে প্রথম ধাপের ২ ও ৫ টাকার নোটগুলো ছাপানোর

টাকা ছাপানোর পর কাটিং মেশিনে কাটা হচ্ছে

প্রক্রিয়ায় ১৮টি ধাপ, দ্বিতীয় ভাগের ১০, ২০ ও ৫০ টাকা মূল্যমানের নোটগুলো ছাপানোর প্রক্রিয়ায় ২০টি ধাপ এবং তৃতীয় ভাগের ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোটগুলো ছাপানোর প্রক্রিয়ায় বেশকিছু ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

টাকা মুদ্রণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শতভাগ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে টাকা মুদ্রণের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রায় ২০ থেকে ২২টি ধাপ অতিক্রম করে টাকা তৈরি হয়। টাকা মুদ্রণের ক্ষেত্রে সাধারণত ডিজাইন প্রস্তুত, প্লেট তৈরি, সেই প্লেটে মেশিনের মাধ্যমে শিটে টাকা ছাপানো, ছাপানো শিট নোটের আকারে কাটা প্রভৃতি ধাপগুলো প্রধান ধাপ। এরপর ১০০টি করে নোটের ১টি প্যাকেট, ১০টি প্যাকেট মিলে বান্ডিল প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ উল্লেখযোগ্য। তবে প্রত্যেকটি ধাপে উন্নতমানের কাঁচামাল, ইন্টেগ্লিও কালি, নিখুঁত ছাপার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হয়।

টাকা ছাপানোর ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। তেমনি একটি পর্যায়ে প্রিন্টিং মেশিনে টাকা ছাপানোর কাজ চলছে

উল্লিখিত ধাপগুলো অতিক্রম করে বিভিন্ন রং ও প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রের সাহায্যে কাগজগুলো টাকায় পরিণত হয়। টাকাগুলো কাটিং, প্যাকিং হওয়ার পরে চলে যায় সেখানকার ভল্টে। সেখান থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরমায়েশ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে টাকা প্রেরণ করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকে নানা আনুষ্ঠানিকতার পর এ টাকা বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে যায়।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এখানে সম্পাদিত কাজগুলো অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী। যাঁরা এখানে কাজ করছেন তারা বেশ আন্তরিক, অভিজ্ঞ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। টাকা মুদ্রণ প্রসঙ্গে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউদ্দীন আহমেদ বলেন, বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৩০টি দেশ টাকা ছাপানোর কাজটি করে থাকে। বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের এই প্রেস আজ থেকে ২৭ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও আজ অবধি পুরনো মেশিনগুলো দিয়ে টাকা ছাপানোর কাজ চলছে। তিনি আরও জানান, ২০১০ সালে শুধুমাত্র একটি প্রিন্টিং মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এই প্রেস বাংলাদেশ ব্যাংকের তথা সরকারের টাকা ছাপানোর কাজটি নিরন্তরভাবে করে চলেছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের এমডি ও অন্যান্য কর্মকর্তার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা ও ইতিহাস গবেষণা টিম

যাঁরা অবসরে গেলেন...

এ.কে.এম. সামসউদ্দিন

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান:
১২/২/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি:
২০/৩/২০১৪
মতিঝিল অফিস

এ.কে.এম. আজিজুর রহমান

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান:
১৯/২/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি:
১৬/৪/২০১৪
বিভাগ: ডিএমডি

সেলিমা বেগম

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান:
১৭/০৯/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি:
৯/৫/২০১৪
বিভাগ: এইচআরডি-১

হাবিবুর রহমান খান-১

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান:
৩/১২/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি:
৩১/৫/২০১৪
বিভাগ: এফআরটিএমডি

মোঃ জাওয়াদুল মুনির

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান:
১৪/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি:
২৩/৪/২০১৪
বিভাগ: ডিবিআই-২

মোঃ মমতাজ উদ্দিন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান:
৯/৩/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি:
২৯/৩/২০১৪
বিভাগ: ডিবিআই-২

মোঃ ফজলুল হক-২

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান:
১৫/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি:
২৭/২/২০১৪
বিভাগ: ডিবিআই-২

মোঃ আবদুল মান্নান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান:
২৭/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি:
১/৩/২০১৪
বিভাগ: এইচআরডি-১

মোঃ হাফিজুর রহমান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান:
২৬/১১/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি:
১০/৪/২০১৪
বিভাগ: এইচআরডি-২

আফরোজা বেগম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান:
৫/৯/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি:
৭/৪/২০১৪
বিভাগ: ইএমডি

কাজী আবুল কাশেম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান:
২৯/৫/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি:
১৯/৫/২০১৪
বিভাগ: আইএডি

জান্নাত-ই-মাহবুবা

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান:
১১/১২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি:
৭/৪/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ গোলজার হোসেন

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান:
১৪/২/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি:
৭/২/২০১৪
মতিঝিল অফিস

শোক সংবাদ

মুহাম্মদ হাশেম আলী শিকদার

(সাবেক মহাব্যবস্থাপক)
জন্ম: ১৫/৪/১৯৪৫
ব্যাংকে যোগদান:
৫/১০/১৯৭০
মৃত্যু: ১৩/৫/২০১৪

আশুতোষ পাল

(উপমহাব্যবস্থাপক)
জন্ম: ২/১/১৯৬৫
ব্যাংকে যোগদান:
১০/১/১৯৯৩
মৃত্যু: ৪/৬/২০১৪

খন্দকার সারোয়ার মোর্শেদ

(সহকারী ব্যবস্থাপক)
জন্ম: ২৭/৮/১৯৬৭
ব্যাংকে যোগদান:
২/৭/১৯৮৮
মৃত্যু: ৭/৬/২০১৪

দিপালী রানী রায়

(কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার)
জন্ম: ১/১/১৯৬৪
ব্যাংকে যোগদান:
২৬/১১/১৯৮৪
মৃত্যু: ১২/৫/২০১৪

মোঃ সমস আলী

(কেয়ারটেকার-২য় মান)
জন্ম : ৯/৩/১৯৬৮
ব্যাংকে যোগদান:
১/১/১৯৯৩
মৃত্যু: ২৭/৫/২০১৪

২০১৪ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

তামান্না আক্তার
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাজমা শিমুল পাশা
পিতা: মোঃ আব্দুল মতিন মোল্যা
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

আহমেদ হোসেন অয়ন
ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জাহানারা বেগম
পিতা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন
(এস.সি.টি, এফইপিডি, প্র.কা.)

ঔপল চক্রবর্ত্তী
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আভা রানী চ্যাটার্জ্জী
পিতা: বিদ্যুৎ কুমার চক্রবর্ত্তী
(এডি, ইএমডি, প্র.কা.)

মাহবুবা ইয়াসমিন (ইরা)
শেখদী আব্দুল্লাহ মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয় (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: হাফিজা খাতুন
পিতা: মোঃ মুকবুল হোসেন
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

সাদিকা দীপান্বিতা
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: পারভীন আক্তার
পিতা: মোঃ রফিকুর রহমান
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

মুহাম্মদ শাহরিয়ার সানজিদ
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোর্শেদা জাহান চৌধুরী
পিতা: আবুল কাশেম-১৩
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

অন্বেষা সরকার
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সুপ্রিয়া সরকার
পিতা: নির্মল কুমার সরকার
(ডিডি, সিএসডি-২, প্র.কা.)

মল্লিক নাদিম ফারহান অনি
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নিরু নাছরিন খন্দকার লাকী
পিতা: মল্লিক এনায়েতুল্লাহ
(ডিডি, বিএফআইইউ, প্র.কা.)

খন্দকার শাহরিয়ার রহমান (ছামি)
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: লাবণী ইয়াসমিন
পিতা: খন্দকার আমিনুর রহমান
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

মোঃ ইমতিয়াজ হাওলাদার
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সাজেদা বেগম
পিতা: মোঃ ইদ্রিস আলী হাওলাদার
(এডি, ইএমডি, প্র.কা.)

তিলোত্তমা খান রাজিব (তিশা)
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জুলী রাজিব
পিতা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব
(ডিজিএম, পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট, প্র.কা.)

খালেদ মোশারফ
এ.কে. হাই স্কুল, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হোসনে আরা বেগম
(এডি, আইএসডিডি, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ মোশাররফ হোসেন

আনিকা বুশরা
বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হামিদা বেগম
পিতা: মোঃ শাহজাহান
(ডিএম, বগুড়া অফিস)

মধুরিমা ইয়াসমিন (মিম)
বগুড়া বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: কোহিনুর বেগম
(এএম, বগুড়া অফিস)
পিতা: মরহুম আব্দুল মান্নান

তাকীব নাজম
সানারপাড় শেখ মোরতোজা আলী উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মাজেদা খাতুন
পিতা: এম.এম. ছায়ফুল্লাহ্
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

মিশকাত জাহান মিতু
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জেসমিন আক্তার
পিতা: মোঃ মাহমুদুর রহমান
(সিনিঃ কেয়ারটেকার-১ম মান, বরিশাল অফিস)

প্রকৃতি রায় সৃষ্টি
সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

মাতা: প্রণতি রানী রায়
পিতা: কালিপদ রায়
(ডিডি, সিলেট অফিস)

ফারিহা তাসনীম
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আফিয়া খাতুন
পিতা: খোন্দকার আব্দুল কাইয়ুম
(জেডি, আইএডি, প্র.কা.)

২০১৪ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

বেদৌরা জামিন
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সামসুন নাহার
পিতা: মোঃ আশরাফ আলী
(এএম, মতিঝিল অফিস)

শামস্ ওয়াসিফ উৎস
রংপুর জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সৈয়দা শামিমা জাহান
পিতা: শাহ্ মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম
(জেডি, রংপুর অফিস)

ফারহানা কানিজ মিতি
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রাশেদা বেগম
পিতা: মোঃ আবুল বাসার
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)

এ.আল তাসনীমুল হাসান
সেন্ট্রাল গভঃ স্কুল, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হোসনেয়ারা
পিতা: মোঃ আব্দুল হালিম
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

তাওসিফ আল আফ
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মাকসুদা বেগম
(ডিজিএম, ডিআইডি, প্র.কা.)
পিতা: মুহাম্মদ সানোয়ার হোসেন

সৈয়দ সিফাত আলম
কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ

মাতা: সুলতানা রাজিয়া
পিতা: সৈয়দ নূরুল আলম
(ডিজিএম, বিবিটিএ)

২০১৩ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ লাবিব হাসান (রিদম)
কাকলী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: নাসরীন পারভীন
পিতা: মোঃ মাহবুবুল আলম
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

মোঃ সাদমান রহমান
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মাতা: বেগম বদরুননেসা লিপি
পিতা: মোঃ সামসুর রহমান
(জেডি, বিবিটিএ)

বাঁধন পাল সৈকত
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: রমা পাল
পিতা: পাল বিধান চন্দ্র
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

নাফিম শাহরিয়ার হোসাইন
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি)

মাতা: মোসাম্মৎ নূরুন্নাহার সরকার
পিতা: মোঃ তফাজ্জল হোসেন
(ডিজিএম, সিএসডি-২, প্র.কা.)

শেখ জাকিয়া হোসেন
বগুড়া পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: আয়েশা আক্তার (আশা)
পিতা: মজিবুল হোসেন
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, বগুড়া অফিস)

সুমাইয়া খাতুন (লিয়া)
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: শামসুন নাহার
(ডিডি, এইচআরডি-২, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ আবুল হোসেন
(ডিডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.)

বাসন্তিকা সাহা শর্মি
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি)

মাতা: শিখা সাহা
পিতা: রামানন্দ সাহা
(ডিডি, এসএমইএন্ডএসপিডি, প্র.কা.)

বিশালাক্ষী রায় নদী
সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

মাতা: প্রণতি রানী রায়
পিতা: কালিপদ রায়
(ডিডি, সিলেট অফিস)

পাপিয়া বৈরাগী পূজা
নোয়াপাড়া মডেল স্কুল, যশোর

মাতা: ঝর্ণা বৈরাগী
পিতা: প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী
(ডিজিএম, বরিশাল অফিস)

২০১৩ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

প্রিয়াংকা কর (পিয়া)
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: সুমিতা রাণী কর
পিতা: রাখাল চন্দ্র কর
(এডি, স্পেশাল স্টাডিস সেল, প্র.কা.)

বিজয় সাহা
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: শিখা সাহা
পিতা: রামানন্দ সাহা
(ডিডি, এসএমইএন্ডএসপিডি, প্র.কা.)

ইমদাদ আহমেদ রাফি
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, (সন:২০১২)

মাতা: রুনা খানম
পিতা: মোঃ ইব্রাহিম মিয়া
(এডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.)

অধ্যাপক ড. মোজাফফ্‌র আহমদ এবং ড. স্বদেশ রঞ্জন বোসকে যৌথভাবে 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' ২০১৩ (মরণোত্তর) প্রদান

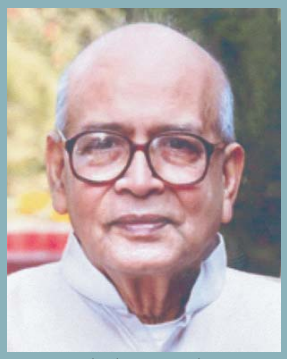

ড. মোজাফফ্‌র আহমদ

ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস

বাংলাদেশে অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা ও চিন্তামূলক লেখালেখিসহ মৌলিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোজাফফ্‌র আহমদ (প্রয়াত) এবং ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস (প্রয়াত) -কে যৌথভাবে 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' ২০১৩ (মরণোত্তর) প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

অধ্যাপক ড. মোজাফফ্‌র আহমদ ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী ও বহুমাত্রিক গবেষক। অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা যেমন- শিল্প, শিক্ষা, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, শ্রমিক সম্পর্ক, সুশাসন, পল্লি উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ ইত্যাদি বহু বিষয়ের ওপর তিনি মৌলিক গবেষণা ও সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন যা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রশংসিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ২০০৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস এদেশের কৃতি অর্থনীতিবিদ। ড. বোস তাঁর জীবদ্দশায় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় নীতি নির্ধারণী গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিধারা নির্ধারণে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে এবং উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদানে তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান অমূল্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এছাড়া অর্থনৈতিক গবেষণার ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ইতিপূর্বে ২০১০ সালে অর্থনীতিতে তাঁর অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক মরণোত্তর স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে স্বাধীনতা পদক ২০১৩ প্রদান করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বে দেশের প্রথিতযশা পাঁচজন অর্থনীতিবিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জুরি বোর্ড উল্লিখিত পুরস্কার প্রদানের জন্য অধ্যাপক ড. মোজাফফ্‌র আহমদ (প্রয়াত) এবং ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস (প্রয়াত) -কে যৌথভাবে মনোনীত করেছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ২০০০ সালে অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ২০০৯ সালে ড. নুরুল ইসলাম এবং ২০১১ সালে প্রফেসর ড. মুশররফ হোসেনকে 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

গ্রিন ব্যাংকার্স কনফারেন্স ২০১৪

আগামী দিনের গ্রিন ব্যাংকিংয়ের ধারণা বিষয়ে আলোচনা ও মত বিনিময়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রিন ব্যাংকিং ইউনিটের প্রধানদের নিয়ে ২৭ মে ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয় Green Bankers' Conference-2014। গ্রিন ব্যাংকিংয়ের ইউনিট প্রধানদের মূল অংশগ্রহণকারী বিবেচনায় এ ধরনের আয়োজন বাংলাদেশে এই প্রথম। এ কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য ছিল- Heading Towards New Horizon of Green Banking। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী, আইএফসি বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার কাইল কেলহোফার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব এনার্জির অধ্যাপক ও দেশের খ্যাতিমান এনার্জি বিশেষজ্ঞ ড. সাইফুল হক।

কনফারেন্সে ৫৬টি ব্যাংক ও ৩১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহী ও গ্রিন ব্যাংকিং ইউনিটের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পরিবেশ বান্ধব পণ্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনার্জি বিশেষজ্ঞ, আইএফসি, এডিবি, ডিএফআইডিসহ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিগণসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তব্যে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা রাখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগগুলোর ওপর আলোকপাত করেন এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিবেশবান্ধব খাত ও প্রকল্পগুলোতে আরো বেশি করে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রসারের জন্য বিনিয়োগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। আইএফসি বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার কাইল কেলহোফার তাঁর বক্তব্যে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত উদ্যোগগুলোর প্রশংসা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব এনার্জির অধ্যাপক ড. সাইফুল হক পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ের প্রসারে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্ব দেন এবং ব্যাংকগুলোতে এ সংক্রান্ত গবেষণা সেল গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

পুনের পথে

শেখ শাহরিয়ার মাহমুদ

ঢাকা থেকে দিল্লী হয়ে পুনে, দেশের বাইরে আমার প্রথম ভ্রমণ। ফলে আমার জন্য সমগ্র ব্যাপারটি ছিল খুবই রোমাঞ্চকর। সুযোগটি এসেছিল মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে। অফিসিয়াল ট্যুরে আমার যাবার সৌভাগ্য হয় ভারতের মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে। পুনের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (এনআইবিএম) Validation of Internal Capital Adequacy Assessment Process এর ওপর পাঁচ দিনব্যাপী একটি ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করে। বাংলাদেশসহ ভারতের বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ২২ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।

পুনে ভারতের সুন্দর শহরগুলোর মধ্যে একটি যেখানে প্রাচীন আমলের বেশ কিছু নিদর্শনও রয়েছে। এটি মূলত একটি পাহাড় বেষ্টিত এলাকা। পুনে এয়ারপোর্ট হতে ১৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এনআইবিএম ক্যাম্পাস। এনআইবিএমের সবুজে ঘেরা নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও পাখির কল-কাকলি পথিক মনকে বিমোহিত করে তোলে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রদেশ হতে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ভাবের আদান প্রদান ছিল বেশ মনোমুগ্ধকর।

ব্যাংকসমূহকে অধিকতর ঝুঁকি-সংবেদনশীল এবং ব্যাংকিং শিল্পকে অধিকতর অভিঘাত শোষণক্ষম ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপনের লক্ষ্যে সুইজারল্যান্ডের Bank for International Settlement (BIS) কর্তৃক মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত সংশোধিত মূলধন রূপরেখা জারি করা হয় যেটি ব্যাসেল-২ নামে সুপরিচিত। ব্যাসেল-২ এর তিনটি পিলারের মধ্যে Supervisory Review Process (SRP) এবং Supervisory Review Evaluation Process (SREP) দ্বিতীয় পিলারের অন্তর্ভুক্ত। ১ম পিলারের আওতায় ব্যাংকগুলোর ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধন নির্ণয় করা হয় যেখানে শুধুমাত্র ক্রেডিট, মার্কেট এবং অপারেশনাল রিস্ক বিবেচনায় নেয়া হয়। অন্যদিকে SRP এর আওতায় ব্যাংকগুলোর জন্য তাদের সামগ্রিক রিস্ক প্রোফাইল নিরূপণের লক্ষ্যে Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) শীর্ষক একটি প্রসেস ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা আবশ্যক। এ প্রসেস ডকুমেন্টের আওতায় ব্যাংকগুলোকে রেসিডুয়াল ঝুঁকি, মুখ্য ঝুঁকিগুলোর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মূল্যায়ন, ঋণ পুঞ্জীভূতকরণ ঝুঁকি, সুদ হার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুনাম ঝুঁকি, লেনদেন নিষ্পত্তির ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং অন্যান্য বস্তুগত ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে এর বিপরীতে

এনআইবিএম ক্যাম্পাসের একাংশ

পর্যাপ্ত মূলধন সংস্থান করতে হবে। আলোচ্য প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ICAAP সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং বাস্তব উদাহরণের আলোকে ব্যাংকের সামগ্রিক রিস্ক প্রোফাইল বিবেচনায় আন্তঃ ও বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রমের সাহায্যে এর বৈধতা নির্ণয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়েছে। আশা করি পাঁচদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ■ *লেখক: এডি, ডিওএস, প্র.কা.*

বিশ্বকাপের দেশে সাতদিন

গোলাম মহিউদ্দীন

ফুটবলের তীর্থভূমি ব্রাজিল। আসন্ন বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধন হবে সাও পাউলোতে। দুবাই হতে একটানা পনেরো ঘণ্টা উড়াল-যন্ত্রণা সহ্য করলেও মনে তীব্র উত্তেজনা, আমরা এখন সেই সাও পাউলো। ব্রাজিলের রাস্তাঘাট, পার্ক, পর্যটনকেন্দ্র, এককথায় সর্বত্রই হতদরিদ্রদের মেলা। পার্ক আর রাস্তায় নোংরা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে কেউ শুয়ে আছে, কেউবা ভিক্ষা করছে।

ব্রাজিল একসময় পর্তুগিজদের উপনিবেশ ছিল। এখনও এদের প্রধান ভাষা হচ্ছে পর্তুগিজ। বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় ৬০ গুণ বড় এ দেশটির জনসংখ্যা মাত্র ২০ কোটি। রাজধানী ব্রাসিলিয়া একটি পরিকল্পিত শহর। Alliance for Financial Inclusion (AFI) ব্যাংকো সেন্ট্রাল দো ব্যাজিল (ব্রাজিলের কেন্দ্রীয় ব্যাংক) এর যৌথ উদ্যোগে ব্রাসিলিয়ায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে পাঁচ দিনব্যাপী International Week of Financial Inclusion শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল এজেন্ট ব্যাংকিং, ফিন্যান্সিয়াল এডুকেশন, কৃষিঋণ ও স্পেশাল পেমেন্ট সিস্টেম। কর্মশালায় বাংলাদেশসহ ভারত, সেনেগাল, নাইজেরিয়া, টোগো, মোজাম্বিক এবং মেক্সিকোর ২৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বাঁ থেকে মহাব্যবস্থাপক কে. এম. আব্দুল ওয়াদুদ, নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা ও ম. মাহফুজুর রহমান, উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আশ্রাফুল আলম ও যুগ্মপরিচালক গোলাম মহিউদ্দীন

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। আমি ছাড়া দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা, মহাব্যবস্থাপক কে. এম. আব্দুল ওয়াদুদ এবং উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আশ্রাফুল আলম।

ব্রাজিলের ব্যাংকগুলোর মোট শাখার সংখ্যা প্রায় ২৪,০০০। এতো বিশাল দেশটির সর্বত্র ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেবার জন্যে শাখার সংখ্যা যথেষ্ট নয়। তাই সেদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে এখানে ব্যাংকিং এজেন্টের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। ব্রাজিলের এজেন্ট ব্যাংকিং ও আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম বিশ্বে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সফল ও দৃষ্টান্তমূলক মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকল দেশের প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ দেশের এজেন্ট ব্যাংকিং ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমাদেরকে ব্রাসিলিয়া হতে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তাগুয়াতিনগা জেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমরা কায়াক্সা ইকনমিকা ফেডেরা (এটি দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক) এর একটি শাখা এবং দু'টো এজেন্ট পরিদর্শন করি। এখানে একটি এজেন্ট লটারির টিকেট বিক্রি করে। দরিদ্র মানুষের মাঝে লটারির আকর্ষণ তীব্র, লটারির টিকেট কেনার জন্যে লাইনে দাঁড়ানো মানুষদের দেখলে তা বুঝা যায়। এখানকার ব্যাংকিং এজেন্টগণ ব্যাংকের পক্ষে হিসাব খোলা, লেনদেন, ঋণের আবেদন গ্রহণ ও বাছাই, ঋণ বিতরণ ও আদায় - এসব কাজ করে থাকে। এ কাজের বিনিময়ে তারা ব্যাংকের নিকট হতে কমিশন পায়।

■ *লেখক : জেডি, গ্রিন ব্যাংকিং অ্যান্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট, প্র.কা.*

একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ

বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ

বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের পড়ালেখার সুবিধার্থে তৎকালীন কর্মচারী নিবাসের একটি ভবনে বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হয়। হাই স্কুল খোলা হয় ১৯৯০ সালে। ১৯৯৪ সালে স্কুলটি সরকারি অনুমোদন লাভ করে। পুরনো ঢাকায় ফরিদাবাদ বাংলাদেশ ব্যাংক নিবাসের মধ্যে ৭২ ডেসিমেল জায়গা নিয়ে অবস্থিত এই বিদ্যালয়টি স্ব-মহিমায় ভাস্বর।

ঐতিহ্যবাহী পুরনো ঢাকার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম। বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ও সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আধুনিক, সৃজনশীল শিক্ষায় প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা স্কুলটি পরিচালিত হয়। ম্যানেজিং কমিটির বর্তমান সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক কে. এম. আব্দুল ওয়াদুদের কৌশলী দিক নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান, যুগোপযোগী পরামর্শ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে এখানকার শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত আছে। এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান প্রধান শিক্ষক ও সচিবের দায়িত্বে আছেন মোস্তফা কামাল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও শুরু থেকেই সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। স্কুলটি দুটি শিফটে পরিচালিত হয়। প্রভাতী শাখা (বালিকা) নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ও দিবা শাখা (বালক) দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। দুই শিফটে বর্তমানে ৩৫৬৬ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

সম্পূর্ণ রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত, কোলাহলমুক্ত, নিরিবিলি পরিবেশে এই স্কুলটিতে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। আছে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সুশৃংঙ্খল ও সময়নিষ্ঠ করে গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। স্কুলে সেমিস্টার পদ্ধতিতে যুগোপযোগী ও পরিকল্পিত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ওয়েবসাইট খুলেছে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে নেয়া হয়। অভিভাবকগণ স্কুলের আশেপাশের ব্যাংকগুলোর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিলে ব্যাংকগুলো EFT এর মাধ্যমে তা স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় পুরনো ঢাকার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ হিসেবে দেশের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে- এটাই প্রত্যাশা।

প্রধান শিক্ষক মোস্তফা কামাল

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।